ইউনিট-৬ **অধিবেশন-১**

শিক্ষাক্রমের ধারণা, উৎপত্তি, উপাদান ও পরিসর

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম বা Curriculum শব্দটি মূলত: ল্যাটিন শব্দ Currerd বা Currer শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ Cause of study বা ঘোড় দৌড়ের পথ। বর্তমানে শিক্ষাক্রম বা Curriculum শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয়কে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি সমন্বিত পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন। আর এ পূর্ব পরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা বিভিন্নভাবে শিক্ষাক্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখনও সার্বজনীনভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এই অধিবেশনে শিক্ষাক্রমের ধারণা, উৎপত্তি, উপাদান ও পরিসর সম্পর্কে শিখব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের উৎপত্তি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শিক্ষাক্রমের ধারণা ও উৎপত্তি

শিক্ষাক্রম বলতে কেবলমাত্র সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি কিংবা পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায় না। এটি শিক্ষাক্রমের সংকীর্ণ ধারণা। যুগ যুগ ধরে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শিক্ষাক্রম সম্পর্কে যে বিচিত্র ধারণা পাওয়া গেছে তারই ভিত্তিতে বর্তমানে শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশ তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থীদের চাহিদা, ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম বলতে কী বুঝায় নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করুন। টিউটোরিয়াল সেশনের সময় বন্ধুদের উত্তরের সাথে আপনার উত্তরটি মিলিয়ে নেন এবং নতুন কোন ধারণা উদ্ভাবিত হলে তা সংযোজন করুন। ধারণাগুলোকে বিন্যস্ত করে টিউটরের সহায়তায় শিক্ষাক্রমের ধারণা সংজ্ঞায়িত করুন।

শিক্ষাক্রম বলতে: ● ● ● ● ● ● ●

পর্ব-খ : শিক্ষাক্রমের উপাদান ও পরিসর

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বিশ্লেষণ করে শিক্ষাক্রমের যে মূল উপাদানগুলো পাওয়া যায় তা হলো - উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন। উপাদানগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যের পরিপূরক।

এই উপাদানগুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমকে তিনটি স্তরে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন এই তিনটি স্তর এবং এদের বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের স্তর	বৈশিষ্ট্য
১।	
২।	
৩।	

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-১**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষাক্রমের ধারণা, উৎপত্তি, উপাদান ও পরিসর

শিক্ষাক্রমের ধারণা

যে কোন কাজ করার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। তবে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে নানা দিক সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে হয়। যেমন – কী কাজ করতে হবে, কেন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে, কার সহায়তা নিয়ে কাজটি সম্পন্ন হবে, কাজটি করতে কী কী সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হবে, কাজটি ঠিকভাবে করা হল কিনা তা কীভাবে যাচাই করা হবে, এসবই ভাবতে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ পরিকল্পনার। অতএব শিক্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার একটি পূর্ব পরিকল্পিত রূপকে শিক্ষাক্রম বলা যায় ।

শিক্ষাক্রমের উৎপত্তি

ইংরেজিতে শিক্ষাক্রমকে বলা হয় Curriculum। কেউ কেউ মনে করেন ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে এর উৎপত্তি, যার অর্থ Course of study. আবার কেউ কেউ মনে করেন ল্যাটিন শব্দ Currer থেকে Curriculum এর উৎপত্তি যার অর্থ ঘোড় দৌড়ের পথ। অর্থাৎ এখানে দৌড়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ধারণা প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থী যেন নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যমে পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে তার জন্য শিক্ষক তাকে সাহায্য করেন। এখানে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভের সংগে দৌড়ের তুলনা করা হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে শিক্ষাক্রম বা Curriculum সম্পর্কে যা বলা হয়েছে,তা হলো "A course of study laid down for the students of a university or schools or in a wider sense, for schools of certain standard." এখানে শিক্ষাক্রম বলতে বোঝায় "A course of study" যা বিশ্ববিদ্যালয় বা নির্দিষ্ট মানের শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে এই চিন্তাধারা আজও কারও কারও মাঝে বিদ্যমান। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করেন। তবে বর্তমানে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারার পরিধি প্রসারিত হয়েছে ।

শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনশীল জীবন ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী যেন তার বয়স, অভিরুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুসারে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার্থী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে অর্থাৎ প্রকৃতি ছাড়াও পরিবার, সমাজ, শ্রেণিকক্ষের কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলার মাঠ, সমাবেশ, পাঠাগার, ভ্রমণ ইত্যাদি নানা স্থান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়া বা Interaction ঘটে, শেখার কাজে তা খুবই সহায়ক। এ শেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে অর্থাৎ যে জ্ঞান, দক্ষতা,

দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের বিকাশ তার মধ্যে ঘটে, সেগুলোর সামগ্রিক যোগান অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষাক্রমে। সুতরাং বলা যায়, নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে যে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন প্রয়োজন এবং তজন্য যে পঠন পাঠন সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে শিখন শেখানো কার্যক্রম সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনা করা হয় তার সামগ্রীক পূর্ব পরিকল্পনার রূপরেখাকে শিক্ষাক্রম বলা হয়। তবে শিক্ষাক্রমের সার্বজনীনভাবে কোন সংজ্ঞা প্রদান করা খুবই কঠিন কাজ। মানুষে মানুষে, স্থানভেদে ও সময়ের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমের ধারণা, এর প্রকৃতি ও পরিসর পরিবর্তিত হতে পারে ।

কয়েকজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা

- "All the learning of students which is planned by and directed by the school to attain its educational goals," (Tyler, 1956)

  অর্থাৎ শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষার্থীর সকল শিখন অভিজ্ঞতা ।

- "Curriculum consists of all the situations that the schools may select and consciously organize for purpose of developing personality of its pupils and for making behaviour change in them". (Payne)

  অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের অনুকূলে বিদ্যালয় যে শিক্ষাসূচি গ্রহণ করে তার সমষ্টিকে শিক্ষাক্রম বলে।

- "A Curriculum is a plan for learning". (Taba, 1962)

  অর্থাৎ শিখনের পরিকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম ।

- "All learning which is planned or guided by the school whether it is carried on in groups or indivisually inside or outside the school." (John Kerr, 1968)

অর্থাৎ বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয়কে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম।

- **Curriculum is the educational experiences the educational journey." (pinar , 1975)**

  অর্থাৎ শিক্ষাক্রম হল শিক্ষাকালীন সময়ের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সমষ্টি ।

- All the efforts of the schools to influence learning of pupils carried out in the classroom, playground or outside the school." (Saylor and Alexdander , 1974)

সেলার ও আলেজান্ডার (১৯৮০) এর মতে, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ ও বিদ্যালয়ের বাইরের প্রচেষ্টা যা শিক্ষার্থীর শিখনকে প্রভাবিত করে তাই শিক্ষাক্রম ।

- A curriculum is an attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice". (stenhouse, 1977)

শিক্ষাক্রম হল যোগাযোগ প্রচেষ্টার একটি উপায় যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি প্রস্তাবনা যেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য সকলের কাছে উন্মুক্ত এবং যা সার্থকভাবে প্রয়োগযোগ্য।

- The curriculum is the offering of socially valued knowledge, skills and attitudes made available to students through a variety of arrangements during the tenure they are at school, college or university." (U.K. 1982)

শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভকালে বিভিন্ন রকম সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিকভাবে যে মূল্যবান জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় তাই শিক্ষাক্রম ।

- "The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skills and alter attitudes, appreciations and values under the auspices of that school." (Doll. R.C., 1996)

যে প্রক্রিয়ায় একটি বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিষয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, উপলব্ধি ও দক্ষতার বিকাশ ঘটে এবং এর ফলে তার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ জাগ্রত হয়, তাই শিক্ষাক্রম ।

- Curriculum is a description of the essential principles, aims, objectives, learning outcomes, assessment procedures and required resources for a planned course of instruction which is then translated into a series of learning experiences in school or college (Carnegie and Wahab, 2001)"

শিক্ষাক্রম হল আবশ্যকীয় নীতিমালা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রীর বর্ণনা সম্বলিত একটি পরিকল্পিত বিষয়ের নির্দেশনা, যেগুলো বিদ্যালয় বা কলেজে ধারাবাহিকভাবে একগুচ্ছ শিখন অভিজ্ঞতায় রূপ দেওয়া হয় ।

- "In more recent years, however the meaning of the term curriculum has been broadened to encoQmpais detailed plans of students activities, a variety of study materials, suggestions for learning strategies, arrangements for putting the programme into use etc." (Lewy ,1977)

এখানে শিক্ষাক্রম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে সংযোজিত হচ্ছে শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা, নানা রকম শিখন শেখানো সামগ্রী, শিখনের কলাকৌশল, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

শিক্ষাক্রমের উপাদান

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে যে মূল উপাদানগুলো পাওয়া যায় তা হল–

(ক) উদ্দেশ্য

(খ) বিষয়বস্তু

(গ) পদ্ধতি ও

(ঘ) মূল্যায়ন

উপাদানগুলো সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। এই সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় ।

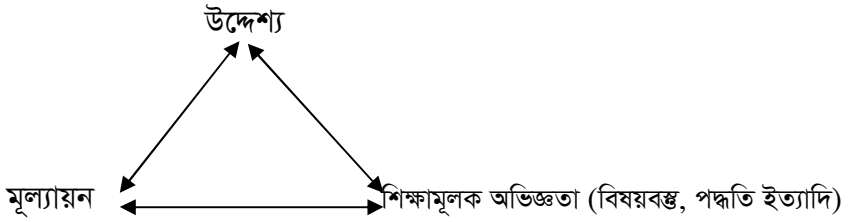

চিত্র ১ : শিক্ষাক্রমের উপাদান

Nicholls এবং Nicholls এই সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

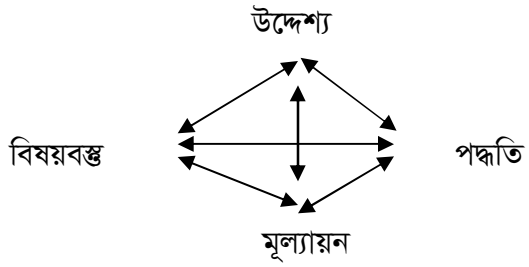

চিত্র ২ : শিক্ষাক্রমের উপাদান

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পর্যায়ে এই প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে গভীর মনোযোগ ও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়।

শিক্ষাক্রমের পরিসর

শিক্ষাক্রম একটি শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য হতে পারে আবার একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের সকল বিষয়ের জন্যও হতে পারে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমকে ৩টি স্তরে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে ।

- নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত
- মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণি
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

এই তিনটি স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য স্তরভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রতিটি স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল, শিখন উদ্দেশ্য যাচাই এর কৌশল সম্পর্কে দিক নির্দেশ ও শিখন সামগ্রী প্রস্তুতির নীতিমালা ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্তর, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম, প্রণীত শিখন সামগ্রী অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা উচিত। এতে পরিকল্পিতভাবে পাঠদান করা যেমন সহজতর হবে তেমনি উদ্দেশ্যভিত্তিক শিখন শেখানো কাজ কতটা সফল ভাবে সম্পন্ন করা হল সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে। গুণগতমানের শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্ভর করে এমন শিক্ষকের উপর যার শিক্ষাক্রম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে।

মূল্যায়নঃ

১. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. "শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কেন শিক্ষকদের গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়" - আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

ইউনিট-৬, অধিবেশন-১

পর্ব -ক

শিক্ষাক্রম বলতে শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত কিছু পাঠ্যপুস্তক ও বিষয়কে বুঝায় না, এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক বিকাশের অনুকূলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায় সম্পর্কিত নানা পরিকল্পনার সমষ্টি। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম হল একটি দলিল যা স্তরভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীকে কর্মতৎপর করে তোলার নানা কলাকৌশল ও শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিখন যাচাই এর উপায় ও শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহারের দিক নির্দেশনা সহ সামগ্রীক পরিকল্পনার নীল নকশা ।

পর্ব -খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-২**

সাম্প্রতিক মাধ্যমিক স্তরের মৌল বা আবশ্যিক (Core) শিক্ষাক্রম দলিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম হল একটি দলিল যা স্তরভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তুর, শিক্ষার্থীকে কর্মতৎপর করে তোলার নানা কলাকৌশল ও শিখন- শেখানো পদ্ধতি, শিখন যাচাই-এর উপায় ও শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহারের দিক নির্দেশনাসহ সামগ্রীক পরিকল্পনার নীল নকশা। স্বাধীনতার পর শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য কয়েকটি কমিশন / কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭০), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৫) এবং শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কমিটি (১৯৯৫)। এই কমিশনগুলো জাতীয় কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এই অধিবেশনে আমরা শিক্ষাক্রমের ধরন বা প্যাটার্ন, শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিখব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মৌল বা আবশ্যিক (Core) শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা পূর্বক তুলনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শিক্ষাক্রম সংগঠনের ধরন বা প্যাটার্ন

শিক্ষাক্রম সংগঠনে বিভিন্ন ধরন বা প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন- বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম, সমন্বিত শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম, সমস্যা কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম এবং মৌল বা আবশ্যিক শিক্ষাক্রম। এদের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিষয়কেন্দ্রিক ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের বিষয়গুলো আলাদা থাকে। সমন্বিতের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়কে সমন্বয় করে একত্রিত করা হয়। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য এবং

শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর মৌল শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে মূলত: বিষয় বিভাজন নীতি পরিহার করা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এদের আর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করি এবং মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নেই।

শিক্ষাক্রম	বৈশিষ্ট্য
বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম	● ●
সমন্বিত শিক্ষাক্রম	● ●
শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম	● ●
সমস্যাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম	● ●
মৌল বা আবশ্যিক শিক্ষাক্রম	● ●

পর্ব-খ : শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন) প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হতে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি হলো: দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা প্রয়োগমুখী অর্থনীতির অনুকূলে শিক্ষা, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা। অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো: ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি।

আসুন বন্ধুরা, নিম্নের ছকে কুদরাত-এ–খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট এর শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তূলনামূলক পার্থক্য লিপিবদ্ধ করি।

ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট
•	•
•	•
•	•
•	•

পর্ব-গ : মাধ্যমিক স্তরের (নবম-দশম শ্রেণির) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন। এই মূল লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য মাধ্যমিক স্তরে কিছু সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হল : সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশ, শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, শিক্ষাকে জীবনমুখী ও কর্মমুখী করা এবং মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি।

আসুন, আমরা শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের কতটুকু মিল-অমিল রয়েছে তা নিম্নে ব্যাখ্যা করি।

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের মিল-অমিলঃ	
মিল	**অমিল**

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-২**

মূল শিখনীয় বিষয়

সাম্প্রতিক মাধ্যমিক স্তরের মৌল বা আবশ্যিক (Core) শিক্ষাক্রম দলিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষাক্রমের সংগঠনের নকশা বা প্যাটার্ন

১। বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Subject Centered Curriculum)
২। সমন্বিত শিক্ষাক্রম (Integrated Curriculum)
৩। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Student Centered Curriculum)
৪। সমস্যাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Problem Centered Curriculum)
৫। কোর শিক্ষাক্রম (Core Curriculum)

১। বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষাদানের বিষয়গুলো আলাদা থাকে। যেমন – ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীকে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সরবরাহ করে ।
- বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায় ।
- ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণিতে জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।

২। সমন্বিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

- একাধিক বিষয়কে সমন্বয় করে একত্রিত করা হয়
- যেমন – সামাজিক বিজ্ঞান। এর মধ্যে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ কল্যাণ, পৌরনীতি,
- নৃ-তত্ত্ব, সমকালীন ঘটনা ইত্যাদি।
- সাধারণ বিজ্ঞান : পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব ইত্যাদি ।
- গণিত : পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি।

মূল বিষয়ের ধারণাগুলোকে সমন্বিত শিক্ষাক্রমে সমন্বয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। যেমন– সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানোর সময় শিক্ষক পানি সম্পর্কে পড়াতে গেলে পানির ভৌগোলিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য ভূগোল; পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা, আয়তন বৃদ্ধি, পানির গঠন উপাদান, খর পানি, মৃদু পানি ইত্যাদির জন্য পদার্থবিদ্যা ,রসায়নবিদ্যা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য

পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাতে গেলে উদ্ভিদ বিদ্যা এবং জীববিদ্যার ধারণাগুলোকে সমন্বয় করে পড়াতে পারেন । এতে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়কে বুঝে শিখতে পারে ।

৩। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।
- শিশুর অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রমের নকশা প্রণয়ন করা হয় ।
- শিক্ষার্থীর জীবন ধারণে সহায়ক ও সহজ শিখন পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় ।
- এই শিক্ষাক্রম অত্যন্ত নমনীয় ও পরিবর্তনশীল ।

৪। সমস্যা কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

- বাস্তব জীবন পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য নিকট পরিবেশ থেকে শিক্ষার বিষয়বস্তু সনাক্ত করা হয় ।

৫। মৌল শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

- এ ধরনের শিক্ষাক্রমে বিষয় বিভাজন নীতি পরিহার করা হয় ।
- এতে কতগুলো মৌলিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা সকল শিক্ষার্থীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে ও সমাজের অগ্রযাত্রায় মৌল শিক্ষাক্রম একটি ঐক্যশক্তি হিসেবে কাজ করে। কারণ সামাজিক জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান ও বিষয় এই শিক্ষাক্রমে স্থান দেওয়া হয় ।

বাংলাদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের মৌল বিষয়গুলো হল বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান/সাধারণ বিজ্ঞান । বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় এবং সামাজিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ে ।

শিক্ষাক্রম দলিলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন) প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হতে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কুদরাত–এ –খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাতটি খণ্ডে

বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে ও তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে । এগুলো হল ১.প্রাথমিক স্তর, ২.নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর, ৩. মাধ্যমিক স্তর, ৪. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, ৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা স্তর, ৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম এবং ৭. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ।

শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে **কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে** বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে । এগুলো হল ঃ

১. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব;
২. নৈতিক মূল্যবোধ ;
৩. মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব;
৪. সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা ;
৫. প্রয়োগমুখী অর্থনীতির অনুকূলে শিক্ষা ;
৬. কায়িক শ্রমের মর্যাদা দান ;
৭. নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি ;
৮. সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং সামাজিক অগ্রগতি ;
৯. অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা।

এরপর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৫) বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপটের আলোকে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করেছে :

১. ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ।

২. প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মবোধের জাগরণ ।

৩. মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতি, মানবাধিকার এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা ।

৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি প্রস্তুত করা।

৫. কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা ।

৬. ব্যক্তিকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্য বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা ।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিতে আরও কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সংযোজনের সুপারিশ করেছে। নিচে সেগুলো উপস্থাপিত হল । যেমন-

(ক) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা,
(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ,
(গ) মানবিক ও সামাজিক গুণের বিশেষ স্থান,
(ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা-পৃথক এবং বিশেষ ধারা,
(ঙ) কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ
(চ) বাস্তবমুখী জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রিক শিক্ষা,
(ছ) সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ,
(জ) গৃহ ও সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্ব প্রদান।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের নীতিমালা (১৯৯৫)

- শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে কৌতূহলী স্তরের পূর্ববর্তী স্তরের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত দৃঢ় করা এবং এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা ।
- নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা ।
- ধর্মীয় ও নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করা।
- দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করা ।
- শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা ।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন এবং দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সমর্থ করা ।
- জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে সহায়তা দান ।

প্রত্যেক স্তরে কৌতূহলী স্তরের পরবর্তী স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের মাধ্যমে পূর্ব-প্রস্তুতি হাসিলে সাহায্য করা ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি

- এ স্তরের শিক্ষাক্রমকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, বিশেষ করে এ অঞ্চলের দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা সমমান সম্পন্ন করা ।
- জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এমনভাবে শিক্ষাক্রমকে পুনর্বিন্যাস করা যাতে শিক্ষার্থী আত্মকর্মসংস্থান ও উপার্জনে সক্ষম হয়।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য (১৯৯৫):

শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে নিচের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে হবে ঃ

- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে ।
- সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা ।
- শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা ।
- ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন ।
- শিক্ষার্থীকে তার নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং তার সৃজনশীলতাকে লালন করা ।
- শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের আর্থ – সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম জনশক্তি তৈরি করা ।
- শিক্ষাকে জীবনমুখী এবং কর্মমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা ।
- মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তা এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটানো।

মূল্যায়নঃ

১. বর্তমান যুগ ও সমাজের চাহিদার আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন কমিটির রিপোর্টে নতুন উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

২. বর্তমান মাধ্যমিক স্তরের (নবম-দশম শ্রেণির) শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে আর কী কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংযোজন করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন - তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৩**

সাম্প্রতিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ

ভূমিকা

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কিছু সাধারণ এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়গুচ্ছের একটি বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুরুতেই সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি যুক্ত করে সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধিবেশনে শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনেছি। এই অধিবেশনে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ এবং শিক্ষাক্রমের ধাপসমূহ সম্পর্কে জানব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক (সামাজিক বিজ্ঞান) শিক্ষার সনাক্তকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পূর্ববর্তী অধিবেশনে আমরা শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনেছি। এ অধিবেশনের মূল শিখনীয় বিষয়ে এ সম্পর্কে আবার আলোকপাত করা হয়েছে। এখন আমরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহের কোনটির সাথে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষার

উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য রয়েছে তা অনুসন্ধান করব। এখানে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতি এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপবিষয়।

আসুন এখন আমরা নিম্নের ছকে সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক ২টি উদ্দেশ্য সনাক্ত করি :

উপবিষয়	মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ উদ্দেশ্য	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উদ্দেশ্য
সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি (যে কোন একটি থেকে নির্বাচন করুন)।	১। ২।	১। ২।

পর্ব-খঃ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। এলক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার ১৬টি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন- সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজের নানা উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন, জাতীয় চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ, জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা নিম্নের ছকে বিষয়ভিত্তিক (সামাজিক বিজ্ঞান) শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার চেষ্টা করি।

উপবিষয়	সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য	নির্বাচিত বিষয়বস্তু
সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি (যে কোন একটি থেকে নির্বাচন করতে হবে)।	১। ২।	১। ২।

পর্ব-গঃ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপসমূহ

যে কোন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক মাধ্যমিক স্তরের মৌল বা আবশ্যিক বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়েছে যেখানে কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপসমূহ কী কী হতে পারে নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করুন এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপসমূহ ঃ

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

সাম্প্রতিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সুসংসহত, সুদৃঢ় এবং সম্প্রসারিত করা।

- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে ঐ স্তরের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা দান ।
- মাতৃভাষার শিষ্ট ও সুষ্ঠুরূপ এবং রীতি – বৈচিত্র অর্থাৎ মাতৃভাষার শিল্পরূপ অনুধাবন করে মাতৃভাষা বাংলায় স্বচ্ছন্দভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা ।
- শিক্ষার্থীকে তার মৌলিক চিন্তা, কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতাকে সুন্দর ও সাবলিলভাবে প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা ।
- দৈনন্দিন ও পেশাগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য গণিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা ।
- জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য গণিতে জ্ঞান ও প্রয়োগ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দান ।
- মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য গণিতে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা দান ।
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যথা: পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপন, পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা, এগুলো অর্জনে সহায়তা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা ।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ, যথা: যৌক্তিক চিন্তা, খোলা– মনস্কতা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বৌদ্ধিক, সততা ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো ।
- শিক্ষার্থীর মনে তার আশে পাশের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করা। দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা ।
- বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক ধারণা , নীতি, তত্ত্ব ও সূত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা ।

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা ।
- শিক্ষাকে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার ও আশেপাশের সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা ।
- বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও প্রক্রিয়ায় চর্চা ও প্রয়োগে উৎসাহ দান করা ।
- বিজ্ঞানকে তথ্য ও তত্ত্ব মুখস্থের বদলে বিজ্ঞানের বস্তুগত ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও চিন্তা বিজ্ঞানের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির দিকে ধাবিত করা ।
- হাতে কলমে কাজ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পরিবেশের বস্তু ও ঘটনার উপর অনুসন্ধানী কার্যক্রম চালিয়ে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল মেটানো ও তাদের সক্রিয়তায় সাহায্য করা ।
- সমস্যা সমাধানে সঠিক গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ নৈপুণ্য অর্জনে সাহায্য করা ।
- বিশেষ সত্য থেকে সর্বায়নকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা দান ।
- সমাজের মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সমাজে নানা উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা ।
- সমাজে নানা সংকট সম্পর্কে অর্জিত ধারণার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুতি দেওয়া ।
- বর্তমানকে অতীতের আলোকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ নির্দেশ দেওয়া ।
- মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করা ।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় এবং উদ্দেশ্যের আলোকে বিষয়বস্তু চয়ন করা হয় ।

মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। একে অনুন্নত দেশ বললেও ভুল হবে না। স্বাক্ষরতার নিম্নহার, ততোধিক জনসংখ্যা, প্রকট বেকার সমস্যা, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, নৈতিকতার চরম অবক্ষয় কায়িক শ্রম বিমুখতা ইত্যাদি মারাত্মক সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত। শিক্ষা জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হলেও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের উল্লিখিত অবস্থা থেকে উত্তরণের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে উঠছেনা। তাই শিক্ষার পরিমানগত ও গুণগত মানের উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও জীবনমুখী এবং নৈতিকতাভিত্তিক করার জন্যই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধাপগুলো নিম্নরূপ :

উদ্দেশ্য

১. সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজের নানা উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ।

২. বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৩. সমাজের জানা সংকট সম্পর্কে অর্জিত ধারণার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ।

৪. জাতীয় চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া, ঐতিহ্য, আদর্শ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়া।

৫. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ।

৬. বর্তমানকে অতীতের আলোকে প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যত গড়ে তোলার পথের সন্ধান লাভ করা।

৭. মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ।

৮. স্থান ভেদে মানুষের কার্যাবলি ভিন্নতর হয় সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৯. ভূ–পৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ।

১০. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

১১. রাষ্ট্রের গঠন ও আধুনিক কার্যাবলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ।

১২. দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা

১৩. ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা।

১৪. স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হওয়া ।

১৫. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা ।

১৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ।

শিখন ফল

সমাজবিজ্ঞান

সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা

- সমাজের সংজ্ঞা বলতে পারবে ।
- সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে পারবে।
- সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করতে পারবে।
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমাজ ও সভ্যতার ধাপসমূহ উল্লেখ করতে পারবে।
- আদিম সমাজের পোশাক, হাতিয়ার, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান বর্ণনা করতে পারবে।

- নব্য প্রস্তরযুগের উৎপাদন ব্যবস্থা, ধর্ম ও মধ্যযুগের আবিষ্কার বিবৃত করতে পারবে।
- আধুনিক সমাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
- সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবে।
- মানব জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবে।
- সমাজ জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

সামাজিকীকরণ

- সামাজিকীকরণের উপাদান/ মাধ্যম উল্লেখ করতে পারবে ।
- পরিবার কী, কীভাবে গঠিত হয় এবং এর কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
- সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবে ।
- বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং ধর্মের বিকাশ বিবৃত করতে পারবে।
- সামাজিকীকরণে ধর্মের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
- সমাজ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস

- সমাজ কাঠামো কী এবং কী কী মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামো তৈরি হয় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা ও কারণ উল্লেখ করতে পারবে।

সামাজিক পরিবর্তন

- সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা বলতে পারবে ।
- সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা, প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

- বাংলাদেশের সমাজের প্রগতির কয়েকটি পূর্বশর্ত উল্লেখ করতে পারবে।
- কয়েকটি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।

- সামাজিক অস্থিতিশীলতা বা অসঙ্গতি, নৈরাজ্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জনসংখ্যা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, যৌতুক ইত্যাদি সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করতে পারবে।
- উন্নত সমাজ গঠনে তথা সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করতে এবং সমাজ গঠনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

ইতিহাস

বাংলার জাগরণ

- নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং বাংলার কোন কোন জেলায়/অঞ্চলে প্রধানত নীল চাষ হত তা বলতে পারবে।
- কী শর্তে অথবা চুক্তিভিত্তিক নীল চাষ হত তা বলতে পারবে।
- নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বর্ণনা দিতে পারবে।
- তিতুমীর ও ফকির আন্দোলন কেন হয়েছিল এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে?
- বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী এ সমস্ত সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে এবং এ সকল আন্দোলনে কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তা বলতে পারবে।
- এসব আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক স্বরূপ উদঘাটন করতে পারবে ।

সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

- তৎকালীন আর্থ–সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
- সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহাম্মদ মোহসীন, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীদের জীবনী, কর্মকাণ্ড ও অবদান বর্ণনা করতে পারবে।

রাজনৈতিক স্বাধীকারের আন্দোলন

- ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কেন হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে ও এ অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- এ মহাবিদ্রোহের কেন এ দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। কেন এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয় এবং এর ফলাফল কী হয়েছিল তা বলতে পারবে।

- সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে পারবে এবং মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারে এ আন্দোলনের কী অবদান ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন কেন হয়েছিল এবং তার কারণ ও পটভূমি বলতে পারবে। বঙ্গ ভঙ্গে হিন্দু মুসলিম প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল এবং কেন বাতিল ঘোষণা করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল তার পেক্ষাপট ও কারণ বর্ণনা করতে পারবে।
- এ শতকের গোড়ার দিক হতে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তনের ধারাসহ ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লাহোর প্রস্তাবটি এবং এর পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের কারণ উল্লেখ করতে পারবে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের চিত্র বর্ণনা করতে পারবে ।
- ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় বর্ণনা করতে পারবে।
- অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
- মুক্তিযুদ্ধের কারণ ও স্বাধীনতা অর্জন বর্ণনা করতে পারবে।

ভূগোল

মানচিত্র

- মানচিত্র বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
- বিভিন্ন রকম মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে ।
- মানচিত্র আঁকার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে ।

– মানচিত্র আঁকতে কী কী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তার তালিকা তৈরি করতে পারবে।

সৌরজগৎ

– সৌরজগৎ কী তা বলতে পারবে ।

– সৌরজগতে কী আছে তা বলতে পারবে ।

– সূর্য কী এবং সৌরজগতে সূর্যের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবে।

– সৌরজগতের গ্রহগুলোর নাম উল্লেখপূর্বক গ্রহগুলোর বিবরণ দিতে পারবে।

ভূ–পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়

– কোন স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে হলে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

– অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা রেখা, নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি রেখা, সুমেরু, কুমেরু ও মূল মধ্যরেখার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে ।

– দ্রাঘিমা রেখার পার্থক্য হলে সময়ের পার্থক্য হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

– স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

– আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

পৃথিবীর গতি

– পৃথিবীর গতির ধারণা এবং প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক প্রত্যেক প্রকার গতির বর্ণনা দিতে পারবে।

– আহ্নিক গতি কী এবং এই গতির ফলে কী হয় অর্থাৎ দিন রাত্রি কেন সংঘটিত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে ।

– বার্ষিক গতির ধারণা এবং পৃথিবীর উপর এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

– বছরের বিভিন্ন সময়ে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

– পৃথিবীর একেক জায়গায় একেক রকম ঋতু কেন হয় অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবে।

ভু-ত্বক

– ভূ-ত্বক কাকে বলে তা বলতে পারবে ।

- ভু–ত্বক কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবে ।
- ভূ–ত্বকের উপাদানগুলোর বিবরণ দিতে পারবে ।

শিলা

- শিলা বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
- উৎপত্তির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণির শিলার নাম উল্লেখ করতে পারবে ।
- আগ্নেয় শিলা কী এবং উৎপত্তি ও গঠনভেদে আগ্নেয় শিলাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তা উদাহরণসহ বলতে পারবে ।
- পাললিক শিলা কাকে বলে এবং গঠন অনুসারে পাললিক শিলাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তার বর্ণনা দিতে পারবে।
- রূপান্তরিত শিলা কীভাবে সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে ও বিভিন্ন শিলা পরিবর্তিত হয়ে কী হয় তা উদাহরণসহ বলতে পারবে ।

ভূ-ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন

- ভূ–ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে ।
- ভূমিকম্প কাকে বলে, ভূমিকম্প কেন হয়, ভূমিকম্পের ফলে কী হয় এবং ভূমিকম্প কোথায় বেশি হয় তার বর্ণনা দিতে পারবে।
- আগ্নেয়গিরি কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে কী ক্ষতিসাধন হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে ।

ভূমিরূপ

- পর্বত বলতে কী বোঝায়, পর্বত কত প্রকার এবং কোন পর্বত কোন শ্রেণির তার বর্ণনা দিতে পারবে ।
- মালভূমি কাকে বলে, মালভূমি কত প্রকার তার বিবরণ দিতে পারবে।
- সমভূমি কী এবং বিভিন্ন প্রকার সমভূমির বর্ণনা দিতে পারবে ।

বায়ুমণ্ডল

- বায়ুমণ্ডলের ধারণা, বায়ুমণ্ডলের উপাদান এবং স্তরসমূহের বর্ণনা দিতে পারবে ।

সৌরতাপ ও তাপমাত্রা

- সৌরতাপ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে ।
- বিভিন্ন স্থানে বায়ুর তাপের বিভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
- সমোষ্ণ রেখা বলতে কী বোঝায় তার বিবরণ দিতে পারবে ।

বায়ুর চাপ

– বায়ুর চাপ কী তা বলতে পারবে। ভূ-পৃষ্ঠে কয়টি চাপ বলয় আছে এবং বিভিন্ন প্রকার চাপ বলয়ের বিবরণ দিতে পারবে ।

বায়ুপ্রবাহ

– বায়ুপ্রবাহের কারণ উল্লেখ করতে পারবে ।
– বায়ুপ্রবাহের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবে ।
– নিয়ত বায়ু কী, কত প্রকার সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে।
– সাময়িক বায়ু কাকে বলে, কত প্রকার তার বর্ণনা দিতে পারবে ।
– স্থানীয় বায়ু কাকে বলে ও কয়েকটি স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ বলতে পারবে।
– আকস্মিক বায়ু বলতে কী বোঝায় এবং ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত কী তা বলতে পারবে।
– কয়েকটি ঘূর্ণবাতের উদাহরণ দিতে পারবে ।

বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত

– বায়ুর আর্দ্রতা কী এবং বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও শিশিরাঙ্ক কী তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
– বৃষ্টিপাত কীভাবে সংঘটিত হয়, বৃষ্টিপাত কত রকমের হয় এবং বিভিন্ন ধরনের বৃষ্টিপাত কোথায় হয় তার বর্ণনা দিতে পারবে ।

মহাসাগর ও জোয়ারভাঁটা

– বারিমণ্ডল কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
– পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর আছে এবং এই মহাসাগরগুলো কোন কোন মহাদেশকে সংযুক্ত করেছে তার বর্ণনা দিতে পারবে।
– জোয়ারভাঁটা বলতে কী বোঝায়, জোয়ারভাঁটা কেন হয় এবং বিভিন্ন রকম জোয়ার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

বাংলাদেশ

– বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবে ।
– বাংলাদেশের ভূ–প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে।
– বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর উৎপত্তি, গতিপথের বিবরণ দিতে পারবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর অবদান চিহ্নিত করতে পারবে ।

- বাংলাদেশ কোন জলবায়ুর অন্তর্গত এবং এ দেশের কৃষিকাজের উপর জলবায়ুর কী প্রভাব ফেলছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে ।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
- খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে ।
- প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল কোথায় ও কেন উৎপন্ন হয় তার বিবরণ দিতে পারবে ।
- বাংলাদেশে কী কী খনিজ সম্পদ আছে এবং এ সমস্ত খনিজ সম্পদ কোথায় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিতে পারবে ।
- বাংলাদেশে মৎস্যের চাষ কোথায় হয় এবং কী কী মৎস্য ধৃত হয় তার বর্ণনা দিতে পারবে।
- কোন কোন অঞ্চলে বনভূমি আছে এবং এ সমস্ত বনভূমি থেকে কী কী সম্পদ পাওয়া যায় এবং বনাঞ্চলে কী কী বৃক্ষ আছে তা বলতে পারবে ।
- প্রাকৃতিক সম্পদ যে সীমিত এবং এর সঠিক ব্যবহার করতে হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, সার শিল্প বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রয়েছে এবং সমস্ত শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ কী না তা বলতে পারবে।
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সড়কপথের বিবরণ দিতে পারবে ।
- দেশে কত প্রকার রেলপথ আছে এবং রেলপথগুলোর দূরত্ব উল্লেখ করতে পারবে ও প্রধান প্রধান রেল জংশনের নাম বলতে পারবে।
- অভ্যন্তরীণ নদীপথ বলতে কী বোঝায়, কোন নদীপথে সারা বছর নৌচলাচল করে তা বলতে পারবে এবং নদীবন্দরগুলোর নাম বলতে পারবে।
- অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস কী ও দেশের অভ্যন্তরে কোথায় কোথায় বিমানবন্দর আছে বলতে পারবে ।
- প্রধান শহরগুলো কেন বিখ্যাত তার বর্ণনা দিতে পারবে।
- প্রধান বন্দরগুলোর অবস্থান এবং এদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবে।

পৌরনীতি

- পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবে।

নাগরিকত্ব

- নাগরিকতার অর্থ ও নাগরিকত্ব লাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে ।

রাষ্ট্র

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা/ উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।
- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি এবং জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সরকার

- সরকারের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে।
- সরকারের অঙ্গসমূহ এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে ।

নির্বাচন

- নির্বাচন কী এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে ।
- গণতন্ত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

রাজনৈতিক দল

- রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আইন

- আইনের সংজ্ঞা ও উৎস সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে।
- আইনের অনুশাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে আইনের অনুশাসনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

বাংলাদেশের সংবিধান

- বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে ।
- মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবে।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

- এর গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি ।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

- গঠন ও কার্যাবলি।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

- মন্ত্রণালয় ও সচিবালয় ।
- বিভাগীয় প্রশাসন ।

- জেলা প্রশাসন।
- থানা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

- জেলা পরিষদ।
- পৌর কর্পোরেশন।
- পৌরসভা।
- ইউনিয়ন পরিষদ।

জাতিসংঘ

- জাতিসংঘের অঙ্গসমূহ।
- পটভূমি ও গঠন।
- বিশ্ব শান্তি বিধানে জাতিসংঘের ভূমিকা ও অবদান।

অর্থনীতি

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

- অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও আওতা।
- অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা

- কী উৎপাদন করতে হবে?
- কেমন করে উৎপাদন করতে হবে?
- কার জন্য উৎপাদন করতে হবে ?
- মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়।
- বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা ।
- ধনতন্ত্র।
- সমাজতন্ত্র ।
- মিশ্র অর্থনীতি।
- ইসলামী অর্থনীতি ।

অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা

- অভাব
- দ্রব্য
- সম্পদ
- উপযোগ

- চাহিদা
- যোগান
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
- বাজার
- জাতীয় আয় ।

উৎপাদন

- উৎপাদনের উপাদান – ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- সুযোগ ব্যয় তত্ত্ব।
- শ্রম, শ্রমের যোগান, শ্রমবিভাগ।
- মূলধন, মূলধন গঠন।
- সংগঠন- উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠকের ভূমিকা ।

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

- দ্রব্য বিনিময় প্রথা।
- অর্থ আবিষ্কার।
- ব্যাংক কী – ব্যাংকের প্রকারভেদ।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও এর কার্যাবলি।
- বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ।

সরকারি আয় ব্যয়

- সরকারের আয়ের উৎস।
- ব্যয়ের খাত।

বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়

- বৈদেশিক বাণিজ্য।
- প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য।
- বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

ব্যবসা - বাণিজ্য

- বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের নাম বলতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা দিতে পারবে ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব

- বাংলাদেশের জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ বলতে পারবে।
- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমাজ জীবন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জীবনযাত্রার নিম্নমানের কারণ বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞান

সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা

- সমাজের সংজ্ঞা ও উপাদান ।
- সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ ।
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক ।

সামাজিকীকরণ

- সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা ও মাধ্যমসমূহ ।
- পরিবারের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও কার্যাবলি ।
- ধর্মের সাধারণ আলোচনা, বিভিন্ন ধর্মের বিকাশ এবং সমাজ গঠনে ধর্মের ভূমিকা।
- গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজ গঠনে এদের ভূমিকা ।
- সামাজিকীকরণে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন –সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের ভূমিকা।

সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস

- সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা, গঠন ও উপাদান ।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ সংজ্ঞা ও নির্ধারকসমূহ ।
- সামাজিক বৈষম্য ও গ্রাম – শহরে ব্যবধান ।

সামাজিক পরিবর্তন

- সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা ।
- সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান বৈশিষ্ট্য ।

– বাংলাদেশের সমাজের পরিবর্তন ।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

– সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত ।
– সামাজিক বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য ।
– বাংলাদেশের কয়েকটি সামাজিক সমস্যা; জনসংখ্যা সমস্যা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, যৌতুক প্রথা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ।
– সামাজিক সংহতি ও পুনর্গঠন ।

ইতিহাস

বাংলার জাগরণ

– নীল বিদ্রোহ ।
– তিতুমীর।
– ফকির আন্দোলন।
– ফরায়েজী আন্দোলন।

সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

– রাজা রামমোহন রায়।
– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
– হাজী মুহাম্মদ মোহসীন।
– নবাব আব্দুল লতিফ।
– সৈয়দ আমীর আলী।

রাজনৈতিক স্বাধীকারের আন্দোলন

– ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম।
– সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন।
– কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠন।
– বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন।
– মুসলীম লীগ ও খিলাফত আন্দোলন।
– অসহযোগ আন্দোলন।
– ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।
– লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান ও ভারত বিভাগ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

– পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ – রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ।
– ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট ।

- পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য – ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন।
- ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান ।
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় – ৭০ সনের সাধারণ নির্বাচন – অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ ।

ভূগোল

মানচিত্র

- সংজ্ঞা।
- শ্রেণিবিভাগ।
- মানচিত্র অঙ্কনের কৌশল।
- অঙ্কনের যন্ত্রপাতি।

সৌরজগৎ

- সংজ্ঞা।
- সূর্যের বর্ণনা।
- গ্রহের বর্ণনা।

ভূ–পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়

- অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা।
- স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়।
- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।

পৃথিবীর গতি

- আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির সংজ্ঞা।
- দিবারাত্রির সংঘটন।
- দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি।
- ঋতু পরিবর্তন।

ভূ–ত্বক

- সংজ্ঞা, ভূ-ত্বকের গঠন, ভূ-ত্বকের উপাদান ।

শিলা

- সংজ্ঞা।
- শ্রেণিবিভাগ।
- আগ্নেয় শিলা।
- পাললিক শিলা।
- রূপান্তরিত শিলা।

ভূ–ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন

- ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন
- ভূমিকম্প : সংজ্ঞা, কারণ, ফলাফল, ভূমিকম্প অঞ্চল ।
- আগ্নেয়গিরি : সংজ্ঞা, অগ্ন্যুৎপাতের কারণ, ফলাফল।

ভূমিরূপ

- পর্বত : সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ।
- মালভূমি : সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ।
- সমভূমি : সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ।

বায়ূকাণ্ডেল

- সংজ্ঞা, উপাদান স্তর ।

সৌরতাপ ও তাপমাত্রা

- সৌরতাপের সংজ্ঞা, বায়ুর তাপ, বায়ুমণ্ডলের তাপের তারতম্যের কারণ, সমোষ্ণ রেখা ।

বায়ুর চাপ

- সংজ্ঞা, চাপ বলয়ের বিবরণ ।

বায়ুপ্রবাহ

- সংজ্ঞা, নিয়মাবলি শ্রেণিবিভাগ ।
- নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ুর বিবরণ ।
- স্থানীয় বায়ু ও আকস্মিক বায়ুর সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ ।

বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত

- আর্দ্রতার সংজ্ঞা।
- বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ ।

মহাসাগর ও জোয়ারভাঁটা

- বারিমণ্ডলের সংজ্ঞা।
- মহাসাগরসমূহের অবস্থান, আয়তন, গভীরতা ।
- জোয়ারভাঁটার সংজ্ঞা, কারণ, শ্রেণিবিভাগ ।

বাংলাদেশ

- অবস্থান : ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, নদনদী ।
- প্রাকৃতিক সম্পদ : কৃষিজ , খনিজ, মৎস্য , বনজ ।

- জনসংখ্যা : ঘনত্ব ও বণ্টন ।
- শিল্প : পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, সার শিল্প ।
- যাতায়াত ব্যবস্থা : সড়কপথ, রেলপথ, নদীপথ, বিমান পথ ।
- প্রধান প্রধান শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ।
- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সাভার , টঙ্গী, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ভৈরববাজার, চট্টগ্রাম, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, কক্সবাজার, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, রবিশাল, ফরিদপুর, মঙ্গলা ।

পৌরনীতি

পৌরনীতির বিষয়বস্তু

নাগরিকত্ব

- নাগরিকতার অর্থ , নাগরিকতা লাভের উপায়
- নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
- সুনাগরিকের গুণাবলি

রাষ্ট্র

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও রাষ্ট্রের উপাদান
- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি ।

সরকার

- সরকারের শ্রেণিবিভাগ
- সরকারের অংগসমূহ ও এদের কার্যাবলি ।

নির্বাচন কী

- নির্বাচন কি
- নির্বাচনের গুরুত্ব

রাজনৈতিক দল

- রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা
- রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

আইন ও আইনের অনুশাসন

- আইনের সংজ্ঞা ও উৎস
- আইনের অনুশাসন কী ।

বাংলাদেশের সংবিধান

- বৈশিষ্ট্য

- মূলনীতি
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

- এর গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি ।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

- গঠন ও কার্যাবলি।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

- মন্ত্রণালয় ও সচিবালয় ।
- বিভাগীয় প্রশাসন ।
- জেলা প্রশাসন।
- থানা প্রশাসন।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

- জেলা পরিষদ।
- পৌর কর্পোরেশন।
- পৌরসভা ।
- ইউনিয়ন পরিষদ।

জাতিসংঘ

- পটভূমি ও গঠন ।
- বিশ্ব শান্তি বিধানে জাতিসংঘের ভূমিকা ও অবদান।

অর্থনীতি

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

- অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও আওতা।
- অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা

- কি উৎপাদন করতে হবে।
- কেমন করে উৎপাদন করতে হবে।
- কার জন্য উৎপাদন করতে হবে ।
- মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়।
- বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা ।
- ধনতন্ত্র ।

- সমাজতন্ত্র ।
- মিশ্র অর্থনীতি।
- ইসলামী অর্থনীতি ।

অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা

- অভাব।
- দ্রব্য।
- সম্পদ।
- উপযোগ।
- চাহিদা।
- যোগান।
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগ।
- বাজার।
- জাতীয় আয় ।

উৎপাদন

- উৎপাদনের উপাদান – ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- সুযোগ ব্যয় তত্ত্ব।
- শ্রম, শ্রমের যোগান, শ্রমবিভাগ।
- মূলধন, মূলধন গঠন।
- সংগঠন- উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠকের ভূমিকা ।

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

- দ্রব্য বিনিময় প্রথা।
- অর্থ আবিষ্কার।
- ব্যাংক কী – ব্যাংকের প্রকারভেদ।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও এর কার্যাবলি।
- বিশেষ ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ।

সরকারি আয় ব্যয়

- সরকারের আয়ের উৎস।
- ব্যয়ের খাত।

বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়

- বৈদেশিক বাণিজ্য।
- প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য।
- বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধাপসমূহ

১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২য় খণ্ডের রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন মৌল (Core) বা আবশ্যিক বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ দলিলটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে বুঝা যায় যে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ

↓

স্তরভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ

↓

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারণ

↓

শিখনফল সনাক্তকরণ

↓

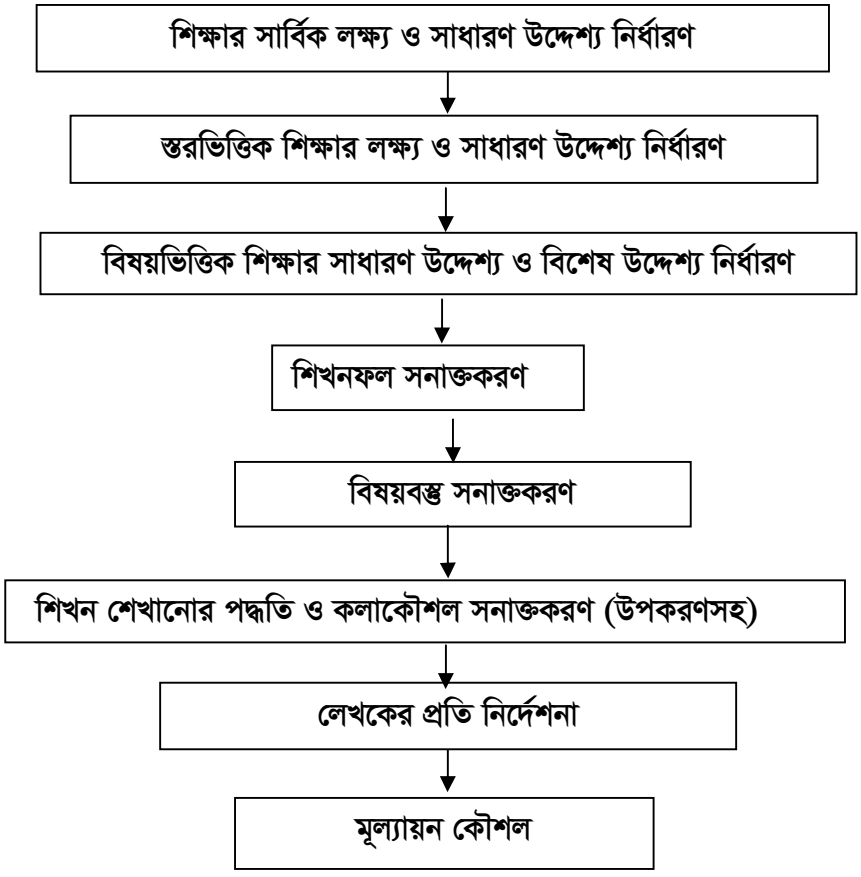

বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ

↓

শিখন শেখানোর পদ্ধতি ও কলাকৌশল সনাক্তকরণ (উপকরণসহ)

↓

লেখকের প্রতি নির্দেশনা

↓

মূল্যায়ন কৌশল

মূল্যায়ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৪**

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফল এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা যাচাই

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে প্রথমেই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তু, শিখনফল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। শিখনফল হলো একটি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী শিখবে বা দক্ষতা অর্জন করবে। আর শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে বা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াই হলো শিখন-শেখানো পদ্ধতি। এই অধিবেশনে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফল এবং শিখন-শেখানোর পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে শিখব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিখনফল অর্জনে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি কতটা কার্যকর তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফলের সামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণ

শিখনফলই হচ্ছে শিখন প্রক্রিয়ার মূল বিষয়। যে কোন পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী কী শিখবে বা কী দক্ষতা অর্জন করবে সেটাই হলো শিখনফল। শিক্ষকের যদি শিখনফল জানা না থাকে তাহলে একটি সফল বা কার্যকরী পাঠ প্রদানে ব্যর্থ হতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। যেমন- একটি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য হলো :

"সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা" এই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের শিখনফল হলো :

"সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করতে পারবে" এবং "সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে"।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা কোন কোন বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে সামাজিক বিজ্ঞান-এর কোন কোন শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করি এবং সম্ভাব্য উত্তর মূল শিখনীয় বিষয় থেকে জেনে নেই।

উপবিষয়	সাধারণ উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক শিখনফল
সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি (যে কোন একটি বিষয় নির্বাচন করুন)	• • • •	• • • •

পর্ব-খঃ শিখনফল অর্জনে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখন-শেখানো পদ্ধতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ

শিখনফল হলো কোন পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে বা কী দক্ষতা অর্জন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই শিখনফলগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়। শিখনফলগুলো যথাযথভাবে অর্জন করতে হলে শিক্ষককে শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে কিছু কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন- পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা কৌশল অবলম্বন, উপকরণ ব্যবহার, শিখনফল অনুযায়ী পাঠদান, বাড়ির কাজ এবং মূল্যায়ন ইত্যাদি।

উপরিল্লিখিত শিখন-শেখানো কলাকৌশল কতটা কার্যকর তা আমরা কয়েকটি পাঠদানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করব।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা পাঠদানের জন্য যে কোন একটি বিষয় নির্বাচন করি। টিউটোরিয়াল সেশনের পূর্বেই কমপক্ষে তিনটি পাঠদান সম্পন্ন করি এবং শিখনফল অর্জনে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখন-শেখানোর কলাকৌশলের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

এবার টিউটোরিয়াল সেশনের সময় এগুলো আবার প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে আলোচনা করি।

প্রশিক্ষক সহযোগিতা প্রদান সাপেক্ষে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

উপবিষয়	**বিষয়ভিত্তিক শিখনফল**	**শিখন-শেখানো কলাকৌশলের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ**
সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি (যে কোন একটি বিষয় নির্বাচন করুন)	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফল এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা যাচাই

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও শিখনফল :

পূর্বের পাঠে (অধিবেশন-৩) বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও শিখন ফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিবেশন-৩ থেকে বিস্তারিত জেনে নিন।

শিখন-শেখানোর কলাকৌশল

১) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সময়কাল কড়াকড়িভাবে সীমাবদ্ধ। কাজেই শিক্ষককে পাঠদানের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করতে হবে। প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা কৌশল অবলম্বন করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

২) বিষয়বস্তুর উপস্থাপন আকর্ষণীয় ও বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ছবি, ম্যাপ, চার্ট, ছক, রেখা চিত্র, গ্রাফ, গ্লোব, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

৩) বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন আহবান করতে হবে। শিক্ষার্থী প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে শিক্ষক নিজে দেবেন এবং বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষককে অবশ্যই ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

৪) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলো মনে রাখতে হবে এবং যে অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদান শেষ করতে হবে।

৫) সম্ভব হলে শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন সামাজিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে ।

৬) শিখন শেখানো কার্যাবলির অংশ হিসেবে বাড়ির কাজ দিতে হবে এবং তার মূল্যায়ন করতে হবে।

শিখনফল মূল্যায়ন

মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সঠিক মূল্যায়নের অভাবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে ।

১. শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে চলবে। শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনকালে মূল্যায়নের কাজ চলবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ মূল্যায়ন করতে হবে। কোন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হলে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তা পুষিয়ে নিতে হবে। এজন্য পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে ।

২. মূল্যায়ন যেহেতু ধারাবাহিকভাবে চলবে, সেহেতু নতুন পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে পূর্ববর্তী পাঠের মূল্যায়ন আবারও করে নিতে হবে ।

৩. প্রতিটি পাঠ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে এবং অধ্যায় শেষে তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে শিখনফল কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে এবং অধ্যায় শেষে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে ।

৪. সাময়িক পরীক্ষা যথা– মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা যাচাই করতে হবে। এজন্য পঠিত বিষয়ের ওপর রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে ।

৫. শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচারব্যবহার, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়েরও মূল্যায়ন করতে হবে।

৬. চূড়ান্ত পরীক্ষা বা এস.এস.সি. পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়াংশ (সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি এবং জনসংখ্যা) থেকে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে।

মূল্যায়ন

১. "বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফল সামঞ্জস্যপূর্ণ" এ উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে আপনার যুক্তি প্রদর্শন করুন।

২. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখন-শেখানো কলাকৌশলের কী কী দুর্বলতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক ও খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৫**

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের বিষয়সমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অর্জন ততটা ফলপ্রসূ নয়। শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে তাদেরকে সৃজনশীল জানার প্রতি আগ্রহ, দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি করাতে হবে। বর্তমান শিক্ষাক্রমে এসবের তেমন প্রতিফলন ঘটেনি। এখনও আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি মূলত শিক্ষক নির্ভর যা বক্তৃতা পদ্ধতি নামে পরিচিত। বক্তৃতা পদ্ধতি মুখস্থ করার প্রবণতা বাড়ায় কিন্তু সৃজনশীলতা বাড়ায় না। তাই এ পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে। শিক্ষককে পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষাক্রমে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কিন্তু শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষকদের মনোভাবের পরিবর্তন আশানুরূপ হয়নি। তাই আমাদের শিখনফল পুরোপুরি অর্জিত হচ্ছে না। এই অধিবেশনে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ, পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা, উপাদান এবং ধাপসমূহ সম্পর্কে জানব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের উপাদানসমূহের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা

একটি কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট (special context) বিবেচনায় আনা একান্ত প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের উপাদানগুলো হলো: শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইত্যাদি। এগুলোর উপর নির্ভর করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের এ ধাপকে "বাস্তব অবস্থা ভিত্তিক বিশ্লেষণ" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা কী কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তা নিম্নের ছকে উল্লেখ করুন। পরে সম্ভাব্য উত্তর মূল শিখনীয় বিষয় থেকে জেনে নিন।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা:
•
•
•
•

পর্ব-খ : বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের উপাদান

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলত দুই ধরনের উপাদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উপাদান দুটো হলো: বাহ্যিক উপাদান ও আভ্যন্তরীণ উপাদান।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নে কতগুলো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপাদানের নাম উল্লেখ করা হলো।

প্রকৃত ও প্রত্যাশিত সম্পদের যোগান, বিদ্যালয়ের বস্তুগত সম্পদ, শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন ও আধুনিকীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবদান, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

এগুলো থেকে নিম্নের ছকে বাহ্যিক উপাদান ও আভ্যন্তরীণ উপাদান আলাদা করে লিখুন।

বাহ্যিক উপাদান	আভ্যন্তরীণ উপাদান
•	•
•	•
•	•
•	•

পর্ব-গ : বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল

উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমেই কোন কিছু বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। তাই শিক্ষাক্রমের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের কতগুলো উপকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন: প্রশ্নত্তোরিকা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আর কী কী উপকরণ ও কৌশল রয়েছে তা নিম্নের ছকে লেখার চেষ্টা করি।

উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল:
•
•
•
•
•
•
•
•

পর্ব-ঘ : বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ধাপসমূহ

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য পর্যায়ক্রমিক কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। Murry Print, 1988 এর মতে ধাপগুলো হলো: সমস্যা সনাক্তকরণ, যথার্থ উপাদান নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ প্রণয়ন। আবার, ইউনেস্কো মডেল অনুযায়ী বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ধাপগুলো হলো: বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ, বিষয়বস্তু চয়ন, শিখন অভিজ্ঞতা ও শিখন- শেখানো পদ্ধতি নিরূপণ, শিখন বিষয়বস্তু বিন্যাস, শিখন সামগ্রী রচনা ও ট্রাই আউট এবং ট্রাই আউটের ভিত্তিতে পরিমার্জন, চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এ দুটো মডেলের মধ্যে কোনটি আপনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তা নিম্নের ছকে উল্লেখ করুন।

-
-
-
-
-
-
-
-

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ

একটি কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকালে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট (Specific context) বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট বলতে বুঝায়, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সম্পর্কে যাবতীয় সঠিক ও বাস্তব তথ্য ও অবস্থা সম্পর্কে জানা। এগুলো ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে এ কাজটি করে থাকেন। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের এ ধাপকে "বাস্তব অবস্থা ভিত্তিক বিশ্লেষণ" (Situational analysis) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় Print (1993) এর মতে, Situation analysis can be defined as the process of examining the context for which a curriculum is to be developed and the application of that analysis to curriculum planning. অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পরিকল্পনা করা হয় তাকে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ বলা হয়।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ পরিচালনার মাধ্যমে কিছু মৌলিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন –

- শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশা ও বাস্তব প্রয়োজন সনাক্ত করা যায় ।
- শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় ।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ ও বাস্তবমুখী হয় ।
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সনাক্ত করা এবং পরবর্তী ধাপসমূহের কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার কৌশল প্রণয়ন করা সহজ হয়।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য চাহিদা নিরূপণ একটি কার্যকরী কৌশল। শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী চাহিদা নিরূপণের জন্য সমাজ, পিতামাতা, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান যে, পরিবর্তিত যুগের পরিবর্তন ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? এ সব উত্তর থেকে শিক্ষাক্রমের চাহিদা নিরূপণ করা হয় এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাহিদাগুলো বিন্যস্ত করা হয়। ফলে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য শিখনফল ইত্যাদি প্রণয়ন করা এবং এর ভিত্তিতে বিষয়বস্তু সনাক্ত করা সহজ হয়।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ পরিচালনা

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুই ধরনের উপাদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এগুলো হল –

১. বাহ্যিক উপাদান (External factors)

ক) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিধারা যেগুলো বিদ্যালয়ের কাজের নির্দেশনা দিতে পারে । যেমন – সমাজের পরিবর্তিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক বিকাশ, পারিবারিক সুসম্পর্ক স্থাপনে অভিভাবকের ভূমিকা, নিয়োগকারীর প্রত্যাশা ও প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের প্রতি সমাজের প্রত্যাশা ও প্রয়োজন।

খ) জ্ঞানের বিস্ফোরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব এবং বহির্বিশ্বের উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক পরিমার্জন ও আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ।

গ) প্রকৃত ও প্রত্যাশিত সম্পদের যোগান ।

ঘ) উন্নত শিখন শেখানো কৌশল, মূল্যায়ন কৌশলের ব্যবহার ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য অবদান ।

২. আভ্যন্তরীণ উপাদান (Internal factors)

খ) **শিক্ষার্থী :** শিক্ষার্থীর আগ্রহ, সামর্থ, প্রবণতা, মূল্যবোধ, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশ বিবেচনা,সুনির্দিষ্ট শিক্ষামূলক চাহিদা ।

গ) **শিক্ষক :** শিক্ষকের যোগ্যতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত সফলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা ।

ঘ) **বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য :** বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বিদ্যালয় প্রধানের কার্যবিধি, পেশাগত দক্ষতা, সক্রিয়তা,ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, প্রবণতা, সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি।

ঙ) **বিদ্যালয়ের বস্তুগত সম্পদ :** ভৌত সুবিধাদি যেমন দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম ও শিখন সামগ্রী এবং শিক্ষা উপকরণের পর্যাপ্ততা ।

চ) **উপলব্ধিমূলক সমস্যা:** শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া, বিদ্যালয়ের সময় ও কার্যতালিকা ।

উপরে বর্ণিত উপাদানগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দলের মতামত জরিপ করা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়।

ক) শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী
খ) কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী
গ) বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী
ঘ) শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক প্রশিক্ষক
ঙ) শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
চ) শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা

উপাত্ত সংগ্রহ করার উপকরণ ও কৌশল

ক) প্রশ্নত্তোরিকা
খ) সাক্ষাৎকার
গ) চেকলিস্ট ও ইনভেন্টরি
ঘ) সংশ্লিষ্ট সাহিত্য গবেষণা ও ডকুমেন্ট এবং জরিপ প্রতিবেদন পর্যালোচনা
ঙ) স্কুল রেকর্ড
চ) শ্রেণি পর্যবেক্ষণ
ছ) পরীক্ষার ফলাফল
জ) সেমিনার ও ওয়ার্কসপ প্রতিবেদন, দলগত আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
ঝ) পরিদর্শন রিপোর্ট
ঞ) স্টাফ মিটিং এর আলোচ্যসূচি/ম্যানেজিং কমিটির সভার আলোচ্যসূচি ও সিদ্ধান্ত
ট) বিভিন্ন রকম নির্ণায়ক অভীক্ষা (diagonostic test)

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ধাপসমূহ (Murry Print, 1988)

সমস্যা সনাক্তকরণ
↓
যথার্থ উপাদান নির্বাচন
↓
তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
↓
সুপারিশ প্রণয়ন

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে ইউনেস্কো মডেল

ইউনেস্কোর বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলে ছয়টি ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো চিত্রে উপস্থাপন করা হল ।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ

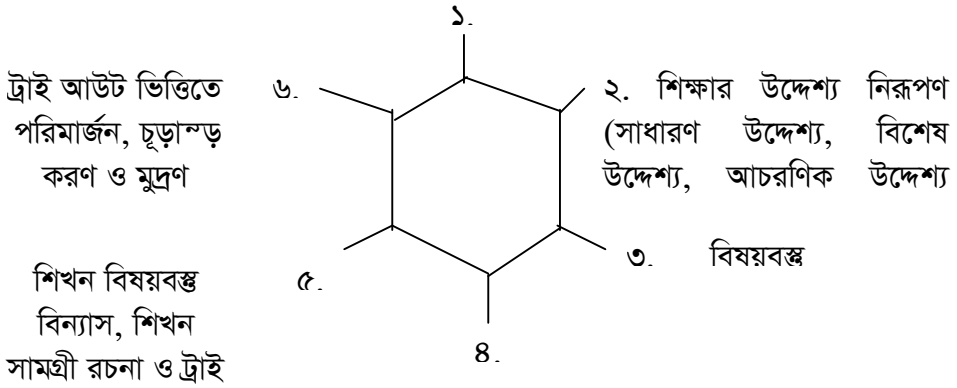

শিখন অভিজ্ঞতা ও শিখন শেখানো পদ্ধতি

মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের বাস্তব অবস্থা কী রকম বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

২. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক, গ ও ঘ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ

বাহ্যিক উপাদানঃ প্রকৃত ও প্রত্যাশিত সম্পদের যোগান, শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন ও আধুনিকীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবদান

আভ্যন্তরীণ উপাদানঃ বিদ্যালয়ের বস্তুগত সম্পদ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য।

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৬**

সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রম - শিক্ষাক্রম সংস্কারের মাধ্যমে সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে করণীয়

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি অব্যাহত বা চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশেও এ প্রক্রিয়া কয়েক বছর ধরে চালু রয়েছে। ১৯৯৫/৯৬ সময়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হয়েছে এবং পরিমার্জনের ফলে সনাক্তকৃত চাহিদার প্রেক্ষিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: শিক্ষাক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, পাটিগণিতের সমস্যাকে বীজগণিতের সংকেত/সূত্রের মাধ্যমে সমাধান এবং বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান আবশ্যকীয়করণ ইত্যাদি।

১৯৯৬ সালের পর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম নবায়ন করা হয়নি। বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই শিক্ষাক্রম সংস্কারের মাধ্যমে সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অধিবেশনে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে করণীয় বিষয় সম্পর্কে শিখব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কিসের ভিত্তিতে চাহিদা সনাক্ত করবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে কী করণীয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা পূর্ববর্তী চারটি অধিবেশনে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেছি। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে কীভাবে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও শিখন শেখানো কার্যাবলি সনাক্ত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার সময় এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

আসুন বন্ধুরা, কেন শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজন তা নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা:
•
•
•
•

পর্ব-খ : সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে করণীয়

আমরা শিক্ষাক্রম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো: (১) শিক্ষাক্রম অতিরিক্ত তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর (২) শিখনফলের সাথে শিখন-শেখানো কার্যাবলির মিল নেই অনেকাংশে (৩) শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুতে এ শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন নেই (৪) নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য এক ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় এটি ভীত হিসেবে কাজ করবে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এসকল সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন তা নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে করণীয় বিষয়:
•
•
•
•

ইউনিট-৬ **অধিবেশন-৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রম - শিক্ষাক্রম সংস্কারের মাধ্যমে সনাক্তকৃত চাহিদা পূরণে করণীয়

নবম-দশম শ্রেণির জন্য নতুন অধিকতর প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার মাধ্যমে কর্ম শক্তির সাথে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের উপযোগী হিসেব গড়ে তোলা এবং তাদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার দৃঢ় ভিত তৈরি করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাত মানোন্নয়ন প্রকল্পটি (SESIP) এনসিটিবিকে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে

নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের প্রস্তুতি হিসেবে ২০০১ এবং ২০০৩ সময়কালে SESIP কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশ জন নতুন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞসহ এনসিটিবির বিশেষজ্ঞদের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

১৯৯৬ শিক্ষাক্রম পুনঃ পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন

নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য গৃহীত কার্য বিবরণী নিচে বর্ণিত হল:

(১) লিখিত দলিলপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম পুনঃপরীক্ষা এবং বিস্তারকরণ

২০০১ সালের শেষ এবং ২০০২ সালের প্রথম পর্বে SESIP এর আওতায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম পরামর্শকগণ, এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিক নির্দেশনায় ১৯৯৬ সন থেকে বাস্তবায়িত সর্বশেষ পরিমার্জিত মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কৌশল এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফলতা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে। এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল লিখিত পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম দলিলসমূহের পুনঃপরীক্ষা এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রচার পদ্ধতি পুনঃপরীক্ষা।

লিখিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনান্তে জানা যায় যে, অধিকাংশ বিষয়ে বেশি তথ্য যোগ করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের জন্য জটিলতর অবস্থা সৃষ্টি করছে। অবশ্য আরও জানা যায় যে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার বিকাশ এবং দৃঢ় ও ইতিবাচক শিক্ষার্থী মনোভাব ও আচরণ বিকশিত হওয়ার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লিখিত বিস্তরকরণ পরিকল্পনাতে নির্দেশ রয়েছে যে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও এসব নির্দেশনা দেশব্যাপী শিক্ষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

(২) ১৯৯৬ শিক্ষাক্রম সরেজমিনে মূল্যায়ন

২০০২ সনের জুন-অক্টোবর সময়কালে এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ ১৯৯৬ শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন কাজ মূল্যায়ন এবং একটি প্রয়োজনীয়তা সমীক্ষা সম্পাদন করেন। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল (i) নমুনা জরিপ হিসেবে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ; (ii) বাংলাদেশের দশটি স্থানের সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাতকার গ্রহণ ও (iii) মাধ্যমিক শিক্ষা জরিপ। সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং জরিপকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর শিক্ষাখাতের প্রশাসক, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং চেম্বার অব কমার্সের সদস্যগণের অভিমত গ্রহণ করা হয়:

- শিক্ষাক্রমের সার্বিক কাঠামো
- শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখন ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
- বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষাক্রমের সবলদিক ও দুর্বলদিকসমূহ
- শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি, অন্তর্ভুক্তিযোগ্য এবং বাদযোগ্য প্রসঙ্গসমূহ
- মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রকৃতি এবং চলতি পাঠ্যপুস্তকসমূহের গুণগত মান।

সরেজমিনে এই মূল্যায়নের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল শ্রমবাজারের প্রয়োজনের সাথে ১৯৯৬ সনের শিক্ষাক্রমে প্রাসঙ্গিকতার মান যাচাই করা।

মূল্যায়নের ফলে জানা যায় যে ঃ

ক) ১৯৯৬ শিক্ষাক্রম ছিল অতি বেশি মাত্রায় তথ্য সম্বলিত।

খ) শিখন পদ্ধতি ছিল পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক, বাস্তব প্রয়োগ বিবর্জিত এবং মূলত শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিন্যস্ত।

গ) শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের কাজের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠা অথবা তাদের প্রয়োজনীয় জীবন ধর্মী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে যথাযথ সহায়ক হিসেবে রচিত হয়নি। বহু শিক্ষার্থী অপ্রতুল গাণিতিক এবং ভাষাগত দক্ষতাসহ বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে।

ঘ) শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে সহায়ক আরও বেশি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম প্রয়োজন।

ঙ) বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উপর বেশি গুরুত্ব প্রদানসহ শিক্ষাক্রম আধুনিক এবং যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

চ) ঐচ্ছিক বিষয়সমূহকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়নি, কারণ শিক্ষার্থীদের গ্রেড অর্জনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা নেই।

ছ) অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মাঝে উচ্চতর প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সম্বন্ধীয় এবং চিন্তন দক্ষতার পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটেনি।

জ) শিক্ষার্থীর মনোভাব এবং মূল্যবোধ বিকাশের বিষয়ে চলতি শিক্ষাক্রমে সামান্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

ঝ) অধিকাংশ শিক্ষক জানান যে তাদের কছে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি অথবা শিক্ষক নির্দেশিকা পৌঁছেনি।

ঞ) পাঠ্যপুস্তকসমূহ সেকেলে, কৌতূহল বিবর্জিত, ব্যাখ্যা বা উদাহরণ এবং নিচু মানের বলে বিবেচিত হয়।

ট) শিক্ষাক্রম প্রচার কর্মসূচি অথবা প্রশিক্ষণের সাথে অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষক জড়িত ছিলেন।

৩. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম প্রচারের ক্ষেত্রে দুর্বল দিকসমূহ

নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পর থেকে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কিত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর গণিত এবং ইংরেজিতে অকৃতকার্য হওয়ার কারণেই মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশের হার এত নিম্ন। শিক্ষাক্রম পরামর্শকগণ এবং বিশেষজ্ঞগণের মতে মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার এত কম যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়।

এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং ১৯৯৬ শিক্ষাক্রম মোতাবেক প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, উক্ত শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

এই ব্যবধানের একটি প্রধান কারণ হলো ১৯৯৬ এর শিক্ষাক্রমটি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ব্যতীত বাস্তবায়িত হয়েছিল। উক্ত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার বিকাশ অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সে সময়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৃহৎমাত্রার তথ্যসমূহ মুখস্থ করার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হতো। উক্ত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর দৃঢ় এবং ইতিবাচক মনোভাবের বিকাশের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু শিক্ষার্থীর মনোভাবের বিকাশ মূল্যায়নের জন্য কোন পদ্ধতি নির্দেশিত হয়নি।

পরীক্ষার সংস্কার ছাড়া পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনে শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করেনি বরং শিক্ষার্থীকে মুখস্থকরণ প্রবণতার উপর নির্ভরশীল হতে সাহায্য করেছে। একইভাবে, শিক্ষাক্রম বিস্তারকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও শিক্ষাক্রম বিস্তারকরণ বিষয়ক কার্যক্রমের কোন আনুষ্ঠানিক বা বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হয়নি তথাপি এই তথ্য পাওয়া যায় যে বহু শিক্ষক পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের উপর কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি (১,৫২,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে) অথবা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে তারা কোন লিখিত উপকরণ পাননি। বরং তাঁরা শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তককে অনুসরণ করেছেন।

আঞ্চলিক ও অন্যান্য দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

২০০৩ সালের প্রারম্ভে, এনসিটিবির কর্মকর্তাগণ এবং SESIP এর পরামর্শকগণ কয়েকটি আঞ্চলিক দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও জাপান এবং উন্নত দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করেন।

এই পর্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক দেশসমূহের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে সমকালীন চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পরিমার্জনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুন:নির্ধারণ করা।

পরবর্তী উদ্দেশ্য ছিল কোন্ কোন্ দেশসমূহে নবম দশম শ্রেণিতে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রচলিত রয়েছে এবং কেন একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে যাচাই করা।
উক্ত জরিপ থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলের আটটি দেশের মধ্যে পাঁচটির এবং উন্নত দেশসমূহের সাতটির মধ্যে ছয়টির নবম-দশম শ্রেণিতে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রচলিত রয়েছে।

একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কার্যধারার ক্ষেত্রে নির্দেশনা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম তদারকির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে শিক্ষা সচিবকে সভাপতি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।
২০০১-২০০২ সময়কালে SESIP ও এনসিটিবি কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাক্রম পুনঃপরীক্ষা এবং শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের লক্ষ্যে একটি কাঠামো প্রণয়ন করার জন্য এনসিটিবির উপকরণ সরবরাহ করে।

১। একমুখী শিক্ষাক্রম মডেলে পরিবর্তন

সেসিপ শিক্ষাক্রম পরামর্শক এবং এনসিটিবির বিশেষজ্ঞগণের পুনঃপরীক্ষা এবং গবেষণার ভিত্তিতে, এনসিসিসি বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমকে একমুখী শিক্ষাক্রমে পুনর্গঠিত করার বাঞ্ছনীয়তা এবং সম্ভাবতা বিবেচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করে। এই সাব-কমিটি একমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সুপারিশ করে এবং ২০০২-২০০৩ সময়কালে, এনসিসিসি বর্তমান মানবিক, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষার বহুমুখী শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে একটি ব্যাপকভিত্তিক একমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

২। একমুখী শিক্ষাক্রমের যৌক্তিকতা

একটি একমুখী শিক্ষাক্রম মডেল গ্রহণ করার পক্ষে এনসিসিসি এর বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটির চিহ্নিত যুক্তিসমূহ ঃ

- একমুখী শিক্ষাক্রম সকল শিক্ষার্থীর মাঝে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নিশ্চয়তা প্রদান করে, আর বহুমুখী শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে।
- বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে অতি অল্প বয়সে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিশেষ ধারা বেছে নিতে হয়।
- বহু উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশসমূহ একমুখী শিক্ষাক্রম পদ্ধতির প্রচলন করেছে।
- একমুখী শিক্ষাক্রম একটি ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষাক্রম সরবাহ করে যা সকল শিক্ষার্থীর শিখন প্রয়োজন এবং কর্মক্ষমতার উপযোগী।
- একমুখী শিক্ষাক্রমের কম সংখ্যক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার ফলে সম্পদের সাশ্রয়ী এবং কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হয়: বিদ্যালয়ের সময়সূচি, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা, পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং নম্বর প্রদান, শিক্ষকদের প্রাক-চাকরি এবং চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ সবই সহজ হয়।

৩। প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কোন্ বিষয়সমূহ একমুখী শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে তা এনসিসিসি কর্তৃক বিবেচিত হয়। আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে কমিটি সম্মত হয় যে কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে আবশ্যিক নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোলকে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এমনভাবে পরিমার্জন করা হবে যার ফলে বিদ্যালয় ত্যাগের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ইতিহাস এবং ভূগোল উভয় বিষয়ে পর্যাপ্ত অনুধাবন ক্ষমতা অর্জন করবে।

এনসিসিসি প্রস্তাব করে যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সংশ্লিষ্ট ভাষার কিছু মৌলিক অনুধাবন ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে।

SESIP - এনসিটিবি কর্তৃক এনসিসিসিকে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনা

২০০৩ সনের প্রারম্ভে সেসিপ-এনসিটিবি, এনসিসিসি এর সুপারিশক্রমে, প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

আলোচনার ভিত্তিতে এনসিসিসি এবং সেসিপ এনসিটিবি ১২টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করছে।

বাংলা
গণিত
সামাজিক বিজ্ঞান

সাধারণ বিজ্ঞান
ব্যবসায় শিক্ষা
ইসলাম ধর্ম শিক্ষা
বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা
খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা
হিন্দু ধর্ম শিক্ষা
কৃষি শিক্ষা
গার্হস্থ্য অর্থনীতি
কম্পিউটার শিক্ষা

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ইংরেজি শিক্ষাক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হবে না কারণ এটি সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ মানোন্নয়ন প্রকল্পের (ELTIP) অংশ হিসেবে নবায়ন করা হয়েছে।

মার্চ ২০০৩ এর মিডটার্ম রিভিউ মিশনের সভায় বাংলাদেশ সরকার এবং এডিবি সম্মত হয় যে এনসিটিবি কর্তৃক নতুন মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম হবে এনসিসিসি প্রবর্তিত কাঠামো অনুসরণ করে প্রণীত একটি একমুখী শিক্ষাক্রম।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ

এনসিসিসি-এর সুপারিশক্রমে এবং এনসিসিসি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে SESIP এবং NCTB-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন একমুখী শিক্ষাক্রমের জন্য পরিবর্তিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রবর্তন করেন।
এনসিসিসি এবং সেসিপ-এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যেন সুস্থ উৎপাদনশীল ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ সাধন করা, যাতে তারা :

- তাদের সুমহান উত্তরাধিকার, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং ধর্মীয় সহনশীলতার ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়।
- অনুসন্ধিৎসু এবং যৌক্তিক চিন্তাশক্তির অধিকারী হয় যা তাদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সফল প্রবেশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
- বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের নবসৃষ্ট চাহিদার প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদানের উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্থাৎ স্বাক্ষরতা, গাণিতিক জ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইংরেজির মাধ্যমে যোগাযোগ ইত্যাদির সক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হয়।

- বাঞ্ছনীয় ব্যক্তিক গুণাবলির অধিকারী হয়, যা সত্য-মিথ্যা বিচারবোধ, নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব, সুস্থ জীবনাচরণ ও পরিবেশ, ব্যক্তিগত দায়বোধের সচেতনতা ইত্যাদি স্থিতিশীল জীবন যাপনের গুণাবলি অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে সমর্থ হয়।

- শিল্পকলা, নাটক, নৃত্য এবং সঙ্গীতের মর্ম উপলব্ধি ও এসব বিষয়ে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নান্দনিক সচেতনতার অধিকারী হয়।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

নির্বাচিত বিষয়সমূহ এবং বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম রচনা করা হয়েছে।

বিষয়/ক্ষেত্রসমূহ	উদ্দেশ্যাবলি
বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয়	১। পূর্ববর্তী শিক্ষাস্তরসমূহে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সুসংবদ্ধকরণ ও সেগুলোর সম্প্রসারণ। ২। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দেশ ও জাতি (এর ইতিহাস, ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, সংবিধান) সম্পর্কে বুনিয়াদি জ্ঞান দান, যেন তারা সঠিকভাবে এর অগ্রগতি ও অর্জন মূল্যায়ন করতে পারে। ৩। জ্ঞানের প্রয়োগ (Application of knowledge), বিশেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis), যৌক্তিক, ক্রম-বিন্যাস (Logical sequencing) ও সমস্যা সমাধানের (Problem solving) মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সামর্থ বৃদ্ধি করা। ৪। শিক্ষার্থীদের গণিত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার প্রধান দক্ষতাগুলো (key skills) অর্জনে সহায়তা করা। ৫। শিক্ষার্থীদের বস্তু-নিরপেক্ষ (বিমূর্ত) এবং ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পটভূমিতে অনুসন্ধানমূলক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা, যাতে তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা মানব-সৃষ্ট পরিবেশ ও প্রযুক্তি এবং মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে।

	৬। শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন এবং সম্ভাব্য এই প্রযুক্তির প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। ৭। শিক্ষার্থীদের গুণাগুণ বিচারমূলক সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যেন তারা তথ্যের উৎসের যথার্থতা যাচাই করতে পারে। ৮। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল জীবন ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকা বুঝতে সহায়তা করা।
নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক	১। সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলা/স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যেন তা শিক্ষার্থীর সকল কর্ম ও চিন্তায় প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে এবং তার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করা। ২। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা, সহনশীলতা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ সাধন। ৩। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বিধৃত নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
যোগাযোগমূলক	১। উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে জাতীয় ভাষা বাংলার (লেখা ও বলার) পারদর্শিতা অর্জন। ২। উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সংগতি রক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। ৩। শিক্ষার্থীরা যেন অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম; যেমন-লেখচিত্র, সারণী, প্রতীক, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের এবং এগুলো বুঝায় সামর্থ অর্জন করে তা নিশ্চিত করা।

	৪। শিক্ষার্থীদেরকে আত্মবিশ্বাসী, সৃষ্টিশীল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহারকারী হতে সহায়তা করা।
নান্দনিক	১। চারু ও কারুকলা, সংগীত এবং সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ নান্দনিক রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। ২। চারুকলা, কারুকলা, সংগীত ও সাহিত্য, নান্দনিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বিকাশ সাধন।
সামাজিক ও সহযোগিতামূলক	১। বাংলাদেশী নাগরিকের অধিকার এবং তৎসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। ২। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়বোধ এবং এমন দক্ষতা ও গুণাবলির উন্মেষ ঘটানো যা তাদেরকে সুশীল সমাজে একটি পূর্ণাঙ্গ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলবে। ৩। গণতন্ত্রের মূলনীতি; যথাঃ সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং নর-নারী, ধর্ম, জাতি ও গোত্রভেদে বৈষম্য পোষণ না করা, এগুলোর প্রতি স্বীকৃতি জোরদার করা। ৪। অর্থনৈতিক, জনসংখ্যাগত ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এগুলো উত্তরণে ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করা। ৫। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং এর উপর মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব বুঝতে সহায়তা করা। ৬। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের স্থলে সামাজিক মূল্যবোধের অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক চিন্তা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। ৭। জাতিসংঘ এবং সার্ক (SAARC) এর মত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের

	ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
ব্যক্তিক	১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, দায়বোধ, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, বাংলাদেশের প্রতি গর্ববোধ এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা। ২। স্ব-শিখন ও অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে নিজের উন্নয়নের আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত করা। ৩। জীবনব্যাপী শিক্ষার সামর্থ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন-দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। ৪। উদ্ভাবনীমূলক পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, মনোবল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য এবং উদ্যমের মত ইতিবাচক গুলাবলি অর্জনে উৎসাহিত করা, যা তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ বা কর্মজীবনে প্রবেশকালে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। ৫। শিক্ষার্থীদেরকে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, বিশেষ করে শিল্প-কারখানায় নিরাপত্তা, সড়কপথে নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিরাপত্তা বিধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
শারীরিক	১। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা : পুষ্টি, ব্যক্তি ও জনস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য (HIV/AIDS) প্রতিরোধসহ, মাদক দ্রব্য গ্রহণ ও ধূমপানের প্রতিকার সম্বন্ধীয় শিক্ষা। ২। বিদ্যালয়ে পরিকল্পিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোপেশীজ দক্ষতা, দৈহিক স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়া শৈলীর ধারাবাহিক উন্নয়ন।

একমুখী শিক্ষাক্রমের কাঠামো

নতুন শিক্ষাক্রমের জন্য একটি বিস্তরিত কাঠামো প্রণীত হয় যাতে প্রতিটি বিষয়ের প্রস্তাবিত নম্বর এবং সময় বণ্টন দেখানো হয়। শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক সময় বণ্টন এতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামোটি নিম্নরূপ :

বিষয়	নম্বর	সপ্তাহ প্রতি শিক্ষণ সময়ের বণ্টন*	বিষয় প্রতি সময় বণ্টন**	
			প্রতি বিদ্যালয় টার্ম	দু বছরের মোট সময়
আবশ্যিক বিষয়				
১. বাংলা (২টি পত্র)	২০০	৭	৪২ ঘণ্টা	২৫২ ঘণ্টা
২. ইংরেজি (২টি পত্র)	২০০	৭	৪২ ঘণ্টা	২৫২ ঘণ্টা
৩. অঙ্ক	১০০	৫	৩০ ঘণ্টা	১৮০ ঘণ্টা
৪. ধর্মশিক্ষা : ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম	১০০ ১৫০	৩ ৫	১৮ ঘণ্টা ৩০ ঘণ্টা	১০৮ ঘণ্টা ১৮০ ঘণ্টা
৫. সাধারণ বিজ্ঞান	১৫০	৫	৩০ ঘণ্টা	১৮০ ঘণ্টা
৬. সামাজিক বিজ্ঞান	১০০	৪	২৪ ঘণ্টা	১৪৪ ঘণ্টা
৭. ব্যবসায়িক শিক্ষা	১০০	৪	২৪ ঘণ্টা	১৪৪ ঘণ্টা
৮. আবশ্যিক নৈর্বাচনিক বিষয় (১টি)	১১০০	৪০	২৩০ ঘণ্টা	১৪০০
কৃষি অথবা গার্হস্থ্য অর্থনীতি অথবা কম্পিউটার শিক্ষা	১০০			
৯. ঐচ্ছিক (একটি অথবা কোনটি নয় চিহ্নিতকরণ) উচ্চতর অঙ্ক, কম্পিউটার শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা, স্বাস্থ্য, স্পোর্টস এবং ফিজিক্যাল শিক্ষা।	১২০০			

- বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত বিদ্যালয় সপ্তাহ ৭ × ৩৫/৪০ মিনিট, শনিবার- বুধবার (৫দিন) এবং ৫×৩৫/৪০ মিনিট বৃহস্পতিবার (১টি) = ৪০ পিরিয়ড

** মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রতি বছরে ন্যূনতম শিখন কাল ১৬৮ দিন (= ২৮ সপ্তাহ)

একমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

১। একমুখী শিক্ষাক্রম বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

২০০৩ সনের অক্টোবর এবং ডিসেম্বর সময়কালে SESIP এর জাতীয় পরামর্শকগণ এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রম বিষয়ে উর্ধ্বতন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

ও ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে (বরিশাল, যশোর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেট) পাঁচটি কর্মশালা পরিচালিত হয়।

২০০৪ সনের মার্চ মাসে ঢাকাতে জাতীয় একমুখী শিক্ষাক্রমের উপর জাতীয় ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট (NAEM), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। একমুখী শিক্ষাক্রমের ধারণা এসব কর্মশালাতে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

২। একমুখী শিক্ষাক্রমের জন্য প্রণীত ছক

SESIP এর দেশীয় ও বিদেশী পরামর্শক ও NCTB এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ কৃর্তক ২০০৩ সালে বাংলাদেশী শিক্ষাব্যবস্থার আদলে ও রীতিতে এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একমুখী শিক্ষাক্রমের একটি অভিন্ন কাঠামো প্রণীত হয়।

প্রতিটি শিক্ষাক্রম দলিল এই ছকের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রণীত হবে যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১. যৌক্তিকতা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (ইতোমধ্যে সম্মত সাধারণ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে)
২. পাঠের কাঠামো, বিষয়ের প্রতিটি ইউনিটের জন্য সময় বণ্টন, পাঠের সুপারিশকৃত পর্যায়ক্রম, শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী
৩. মান যাচাই- SESIP এর আওতায় পরিমার্জিত শিক্ষা সংস্কার পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক মান যাচাই পদ্ধতির প্রয়োগ।
৪. শিখনফল (বিবেচ্য বিষয়সমূহ: বৃদ্ধিবৃত্তিক, সমস্যা সমাধান, ব্যক্তিক, যোগাযোগমূলক, সামাজিক, সহযোগিতামূলক শিখন)
৫. পাঠ্যবিষয় (প্রতিটি পাঠের জন্য বণ্টনকৃত সময়সহ) এবং সুপারিশকৃত শিখন কৌশল ও শিখন কর্মকাণ্ডসমূহ

৩। শিক্ষাক্রম কমিটি গঠন ও ভূমিকা

২০০৪ সালের প্রারম্ভে বারটি বিষয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক বারটি কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির সমন্বয়কারী দায়িত্ব পালন করেন এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ এবং এতে অংশগ্রহণ করেন প্রতিটি বিষয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণ এবং নির্দেশনার জন্য একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ। প্রতিটি কমিটিকে সহায়তা প্রদান করে সেসিপ এর একজন জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পরামর্শক। খসড়া শিক্ষাক্রম দলিল প্রস্তুতের জন্য প্রতিটি কমিটি মার্চ এবং মে ২০০৪ সময়কালে কমবেশি ১৬টি কর্ম অধিবেশনে একত্রিত হয়।

৪। খসড়া শিক্ষাক্রম দলিল

বাংলা এবং ইংরেজিতে বারটি বিষয়ের খসড়া শিক্ষাক্রম দলিল প্রণীত হয় ২০০৪ সালের মে মাসে। কম্পিউটার শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষাক্রম কমিটি সুপারিশ করে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বিষয়ের প্রকৃতি ভালোভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিষয়টির নামকরণ করা যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)। জুন এবং জুলাই মাসে সেসিপ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যাপক বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক খসড়া শিক্ষাক্রমটি পুন:পরীক্ষা করা হয় এবং কিছু পরিমার্জন করা হয়।

৫। আঞ্চলিক শিক্ষাক্রম কর্মশালা

শিক্ষাক্রম দলিল পর্যালোচনা করার জন্য ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনাতে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যাতে ৬টি বিভাগের বিষয় শিক্ষকবৃন্দ, প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষক প্রশিক্ষকবৃন্দ, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা থেকে কিছু পুন:পরীক্ষা এবং পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

৬। জাতীয় শিক্ষাক্রম কর্মশালা

২০০৪ সনের অক্টোবর মাসে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম দলিলটি জাতীয় কর্মশালাতে উপস্থাপন করা হয়, যাতে শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিব উপস্থিত ছিলেন। পুনরায় কিছু পুন:পরীক্ষা এবং পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয় যার মধ্যে মন্ত্রী মহোদয়ের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাক্রম দলিলের জন্য একটি সাধারণ যৌক্তিকতা প্রণয়নের পরামর্শ দেন।

মূল্যায়ন

১. কিসের ভিত্তিতে ও কীভাবে শিক্ষাক্রম সংস্কার করা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

২. বর্তমান শিক্ষাক্রম ও একমুখী শিক্ষাক্রমের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বর্ণনা করুন।

৩. একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনে আপনার নিজস্ব মতামত বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

- শিক্ষাক্রম অতিরিক্ত তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর।
- ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ নেই বললেই চলে।

- দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের উপর খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- যেখানে দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্নে তা পরিমাপের কোন কৌশল প্রণয়ন করা হয়নি।
- যেখানে উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেখানে কাজের মাধ্যমে শেখার সুযোগ নেই। পরীক্ষাতেও মুখস্থ করে উত্তর লিখতে হয় এমন প্রশ্ন দেওয়া হয়।
- শিখনফলের সাথে শিখন-শেখানো কার্যাবলির মিল নেই অনেকাংশে।
- অতিরিক্ত বিষয়বস্তু অথচ যেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ আছে সেগুলো সম্পর্কে অনেক বিষয়বস্তু নেই।
- শিক্ষাক্রম আরও বেশি জীবন দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হতে হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুতে এ শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা নির্ভর হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করে কিংবা অকৃতকার্য হয়।
- বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা এমন অনেক বিষয় সম্পর্কে জানে না, যা জানা অত্যাবশ্যক অথচ ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা জানে। অনুরূপভাবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা নৈন্দিন জীবনে কাজে লাগে এমন অনেক তথ্য জানে না যা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা জানে। মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরাও অনেক বিষয় জানে যা বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা জানেন। অর্থাৎ শেখার ক্ষেত্রে একেক জন একেক ধরনের বিষয় সম্পর্কে ভাল জানে।
- নবম দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য এক ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন, কারণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় এটি ভিত হিসেবে কাজ করবে। এখানে যে বিষয় পড়ে সে আগ্রহ পাবে তা নিয়ে সে উচ্চ শিক্ষায় যেতে পারবে। অন্যের চাপিয়ে দেওয়া বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষায় যেতে হবে না। এতে অনেকেই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে কিংবা ভাল ফলাফল করতে পারে না।
- শিক্ষাক্রমে নির্দেশনার সাথে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বিষয়টি অধিকাংশ শিক্ষক জানে না। শিক্ষকগণ উপকরণ ব্যবহার করেন না বললেই চলে। পরীক্ষার প্রশ্নের বৈচিত্রতা নেই চিন্তা করে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন থাকেনা বললেই চলে।

পর্ব-খ

- শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জরিপ পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রমের চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে।
- নবম দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- তত্ত্ব ও তথ্য মুখস্থনির্ভর না করে কাজের মাধ্যমে জানার সুযোগ রাখতে হবে।
- শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন ও সঠিকভাবে মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।
- অনেক বিষয়বস্তু আছে যেগুলো উপরের শ্রেণিতে শেখার সুযোগ আছে সেগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। আবার বাস্তব প্রয়োগযোগ্য এরূপ কিছু বিষয় যোগ করতে হবে যা বাস্তবভিত্তিক চাহিদা নিরূপণের মধ্য হতে সনাক্ত করা যাবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুতে নবম দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন থাকতে হবে।
- নবম দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একরকম শেখার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- আকর্ষণীয়ভাবে বাস্তবতার সাথে মিল রেখে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বেড়ে যাবে।
- শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রশিক্ষণে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম উন্নত দেশের সমমানের করতে হবে।
- সময় অনুযায়ী শিক্ষক যেন বিষয় পড়িয়ে শেষ করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি না হয় তা বিবেচনা করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে ট্রাই আউটের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু সহ অন্যান্য সকল উপাদান পরিমার্জন করতে হবে।
- বিষয়বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে নবায়নের কাজ চূড়ান্ত করতে হবে।